আবুল হাসান ও মুল্লা দোপেঁয়াজা

- সব্যসাচী সরকার

১৫৪০ খৃষ্টাব্দ । শেরশাহের তাড়নাতে দিল্লীচ্যুত হলেন বাদশা হুমায়ুন । পালিয়ে গেলেন কান্দাহার - কাবুলের দিকে যদি বৈমাত্রেয় ভাই কামরাণ আশ্রয় দেন সেই আশায় । না তা পেলেন না, তাই পারস্য রাজার কাছে আশ্রয় চাইলেন । তাঁবু খাটিয়ে যাযাবরের মত সেই গিরিপ্রান্তরে থেকে গেলেন বাদশা শুধু সুযোগের অপেক্ষায় কখন দিল্লী ফিরবেন । বছরদুই কেটে যাওয়ার পর এক পুত্রসন্তান, নামকরণ আকবর। গিরিপথের সেই পাথুরে জমিতে শিশু আকবরের শৈশব কাটে । পড়াশুনার কোন সুযোগ নেই, তবু সঙ্গী হিসেবে পেলেন এক গরীব স্কুল মাষ্টারের পুত্রকে নাম আবুল হাসান । খুবই পড়ুয়া ছেলে, আকবরকে নানা রকম গল্প বলে আর পুঁথি পড়তে বড়লোকদের বাড়ির নৌকরিও করে তার সঙ্গে । সেই সময় হাতে লেখা পুঁথি বই হিসেবে থাকতো । যত বড়লোক তার তত বেশী পুঁথি । আবুলের পয়সা নেই তাই পুঁথি পড়ার লোভে সে বড়লোকদের বাড়ীতে চাকরি করতো । এভাবে দশ বৎসর পেরিয়ে গেল । একদিন কিশোর বালক আকবর আবুলকে জানালো যে তারা হিন্দুস্থানে ফিরে যাচ্ছে । আবুলকে নিমন্ত্রণ জানালো যে বাবার খুবই বড় গ্রন্থাগার আছে এবং আবুল এলে সব পুঁথি পড়তে পারবে । এরপর হুমায়ুনের দিল্লী ফেরৎ, গ্রন্থাগারের সিঁড়ি বেয়ে পড়ে মৃত্যু আর মাত্র ১৩ বৎসরের বালক আকবরের বাদশা হওয়া এসব আমরা জানি ।

আকবর নিজে লেখাপড়া করার সুযোগ পাননি তাই জ্ঞান বিজ্ঞান, গান বাজনা ও লেখাপড়া জাতীয় সব জিনিষের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল এবং তিনি এইসব গুণী ব্যক্তিদের যথেষ্ট সম্মান ও আদর করতেন। আকবরের নবরত্নের গঠন এই মানসিকতারই ফল ।

এবার আবুল হাসানের কথায় ফিরে আসি। পার্সি, আরবিক, দর্শন ও গ্রহবিজ্ঞানে পড়াশুনা করে তিনি ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে দিল্লী এসে পৌছলেন । এদিকে বাদশা তখন আগ্রায় চলে এসেছেন । আবুল রোজ দেখা করার চেষ্টা করেন কিন্তু বিফল হন কারণ রাজদরবারে সাধারণ লোকেদের হাজির হওয়ার জন্য অনেক আবেদনের দরকার হয়ে

থাকে । শেষে একদিন রাজা টোডারমলের পরিচিত এক লোক মারফৎ আবুল তার উপস্থিতি ও মানপপত্রগুলি বাদশার কাছে রাখার ব্যবস্থা করতে পারলেন । টোডারমল যখন আবুলের পরিচিতি দেবার চেষ্টা করছিলেন, ঠিক সেই সময় প্রধানমন্ত্রী বীরবল বলে উঠলেন যে রান্নাঘরে মুর্গীখানা দেখার জন্য একটি লোকের দরকার এটা প্রায়ই রাঁধুনী বলে আসছেন । বেশ, আবুলের চাকরি লেগে গেল তবে মুর্গীখানার দেখভাল করার জন্য । আবুল খুবই দুঃখ পেলেন কিন্তু তিনি জ্ঞানী ব্যক্তি তাই সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন । বৎসর শেষে বাৎসরিক হিসাব যখন টোডারমল বাদশাকে দিচ্ছিলেন তখন মুর্গীখানার খরচ খুবই নগণ্য দেখে অবাক হলেন । লিখিত জবাবে আবুল জানালো যে অভুক্ত শাকসব্জী ও আটাগোলা যা বিরিয়ানীর হাঁড়ির মুখ বন্ধ করতে লাগে সেইসব মুর্গীদের প্রিয় খাদ্য তাই কোন খরচ হয়নি ।

টোডারমল ও আকবর দুজনেই এই নতুন মুর্গীখানার লোকটিকে পছন্দ করতে শুরু করলেন এবং তার উন্নতি হল এবারে বাদশার লাইব্রেরীতে দেখাশুনার জন্য । আগে হলে আবুল খুবই খুশী হতেন তবে গত ৩০ বৎসর যথেষ্ট পড়াশুনা করেছেন এবং আর নতুন কোন বিশেষ পুঁথি নেই যা পড়া হয়নি । তবুও আকবরের সঙ্গে দেখা হলনা এবং বহুবছর কেটে গেছে তিনি কি আবুলকে চিনতে পারবেন এইসব ভাবতে ভাবতে অপেক্ষাতে রইলেন । এরপর বছরখানেক পরে আকবর লাইব্রেরী পরিদর্শনে এলেন । আকবর অবাক হলেন - প্রত্যেক পুঁথি সিল্ক, ভেলভেট ইত্যাদির মলাটে বাঁধানো । আকবর এবার সোজা আবুলকে রাজদরবারে ডাকলেন যে এত টাকা খরচ কেন করা হল । টোডারমল হিসেবের খাতা দেখে জানালেন যে একপয়সাও রাজকোষ থেকে এবাবদ নেওয়া হয়নি । আবুল উত্তরে শুধু বলার সুযোগ পেল যে রাজদরবারে যে সব উপহার জনসাধারণ ভেট করে সেই উপহারের কাপড়গুলিকেই মলাট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং কোন খরচ হয়নি । আবুল ভাবলো যে এবারে বন্ধু হয়তো চিনতে পারবেন কিন্তু তখন দুতিনটি পুঁথির সুন্দর সুন্দর মলাটগুলি নিয়ে বাদশা বীরবল ও টোডারমলের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে শুধু বললেন বেশ ভাল কাজ আমি খুশী হয়েছি ।

না এবারেও এত কাছে এসেও পরিচয় দেওয়া হলনা । আবুল আবার সুযোগের অপেক্ষা করতে

লাগলেন।

সেই সুযোগ শেষে এসে গেল । একদিন সন্ধ্যাবেলায় রাজরাঁধুনী আবুলের কাছে সাহায্য চাইলেন । রাঁধুনীর বক্তব্য যে রোজ সন্ধ্যাবেলায় রাজদরবারে কত লোক খাবে তার সংখ্যাটা মহামন্ত্রী বীরবল দিনে দিনেই বলে পাঠিয়ে দেন সেইমত রান্নায় মশলাপাতি কাটা বাটা হয় এবং সেইমত গোস্তের হিসেবও করা হয় । আজ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি । হঠাৎ খবর আসে যে যে সংখ্যা বলা হয়েছিল তার দ্বিগুণ লোকজন খাবেন । এখন অত গোস্ত পাওয়া যাবে না কারণ সন্ধ্যাবেলায় জানোয়ার কাটার রেওয়াজ নেই আর মশলাপাতিও কাটা বাটা নেই । এখন আবুল যদি কিছু উপায় বাৎলে দেন তো মান ও প্রাণ দুই বাঁচে। আবুল হাসান ভাবলেন এই সুযোগ, বহুবৎসর আগে তাঁর অম্মীজানের হাতের রান্না গোস্ত আকবর খেয়েছিলেন । গরীবঘরের রান্না কম গোস্ত দিয়েও রাঁধা হয় । তাই সেই রান্নাটা যদি রাঁধা যায় তবে একটা নতুন রান্না হবে, রাঁধুনী বাঁচবে আর বাদশার বন্ধুর কথা মনে পড়তে পারে ।

আবুল লাইব্রেরী থেকে উঠলেন এবং রাঁধুনীকে বললেন যে কিছু ভাবনা নেই এমন গোস্ত রেঁধে দেবো যা কেউ খায়নি আর সবারই ভালো লাগবে । সেইমত রান্না হল, সব মশলাপাতি সাবুত মানে গোটা গোটা, যত গোস্ত তার দুগুণ পেঁয়াজ রান্নাটা বেড়ে গেল । নতুন ধরনের গোস্ত খেয়ে দরবারী সবজন মুগ্ধ । আকবরের স্মৃতির দরজা খুলে গেল এ রান্না তো তিনি পারস্যের খাইবার গিরিবর্তে আবুল হাসানের বাড়ীতে খেয়েছিলেন - তবে রাঁধুনী কি ভাবে জানতে পারলো সেই রান্নার কথা । আকবর রাঁধুনীকে ডেকে পাঠালেন। ভীত রাঁধুনীকে পুরস্কৃত করে জানতে চাইলেন যে রান্নাটা কে করেছে - রাঁধুনী বলে উঠলেন যে সেটা আগে যে মুর্গীখানায় কাজ করতো ও এখন লাইব্রেরীতে কাজ করে তারই রান্না, - নাম তার আবুল হাসান । আকবর উঠে দাঁড়ালেন এবং বলে উঠলেন তাঁকে এখানে নিয়ে আসতে । আবুল কুর্নিস করতে করতে এগিয়ে আসতেই আকবর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন - বলে উঠলেন যে বন্ধু দু-দু বৎসর তুমি এখানে আছো তবুও আমি এতই আহাম্মক যে তোমাকে চিনতে পারিনি । তোমার মত লোকেদের যুগে যুগে দরকার । আর মুর্গীখানায় নয় - লাইব্রেরীতে নয় - তুমি আমার রত্নসভার আর একটি উজ্জ্বল

রত্ন । তোমার নামকরণ তোমার হাতযশ দিয়েই হোক - তোমার নাম মুল্লা দো পেঁয়াজা । আবুল হাসান হাসলেন এবং অভিবাদন করে বললেন তবে তাই হোক জাঁহাপনা আমার নাম হল মুল্লা দো পেঁয়াজা।

ইতিহাসের পাতা থেকে -

আকবরের মৃত্যুর পাঁচ বৎসর আগে তার মৃত্যু । ভূপালে তাঁকে সমাহিত করা হয় ।